বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবগঠিত ইউনিটের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ময়মনসিংহ, সোমবার, ০৭ এপ্রিল ২০০৮, ২৪ চৈত্র ১৪১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনাবাহিনী প্রধান,

নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান,

সামরিক কর্মকর্তাগণ,

সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য আজ এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। আর্মি ট্রেনিং এ্যাণ্ড ডকট্রিন কমাণ্ডের আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রায় আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। ২০০৭ সালের ২৫শে জুলাই যে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছে, আজ তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সকল বীর সৈনিক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার জন্য এর প্রাক্তন ও বর্তমান সকল সদস্যকে আমি মোবারকবাদ জানাই। উপস্থিত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন, জাতির এক সংকটময় মুহূর্তে গত বছর জানুয়ারি মাসে বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে সময় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জাতিকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। সন্ত্রাস দমন, দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ নিয়ে আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী জাতিকে আজ নতুন এক আলোকিত পথের সন্ধান দিয়েছে। এ-বছর ডিসেম্বরের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা আজ স্বীকৃত।

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান কর্মসূচীতে নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করে আমাদের সেনাবাহিনী আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। গত বছর পর পর দু'বার ভয়াবহ বন্যা ও নভেম্বরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' আঘাত হানার পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে তাদের সক্রিয় ভূমিকা এদেশের জনগণ বহুদিন স্মরণে রাখবে। জাতিসংঘের আওতায় বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা ও সেবামূলক কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হয়।

সম্প্রতি আইভরী কোস্টে বাংলাদেশী সেনা কনটিন্‌জেন্টের জাতিসংঘ পদক প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের পেশাগত নৈপুণ্য আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে।

সুধীমণ্ডলী,

একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল, চরম প্রতিযোগিতামূলক ও জ্ঞান-নির্ভর বিশ্বে অস্তিত্ব রক্ষা ও উৎকর্ষতা অর্জনে নিরন্তর জ্ঞান-চর্চা ও গবেষণার প্রয়োজন আজ সর্বজন স্বীকৃত। এই লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বের উন্নত সেনাবাহিনীর মতো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতেও আর্মি ট্রেনিং এণ্ড ডকট্রিন কমাণ্ড গঠিত হওয়ায় আমি খুশী হয়েছি। এই নবীন সংগঠনটি বহুমাত্রিক ও বাস্তব-ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে, দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ‘Victory through excellence’ বা ’উৎকর্ষতার মাধ্যমে বিজয়’ - এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে এই সংগঠন সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের মানকে উচ্চতম শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বর্তমান সরকার সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। আর্মি ট্রেনিং ও ডকট্রিন কমাণ্ড স্থাপন এই প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে সামরিক সক্ষমতা বিকাশে বর্তমান সরকার অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আন্তরিক থাকবে।

নবগঠিত এই ইউনিটের সদস্যদের বলবো, সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমি আশা করি, অভিজ্ঞতা, মেধা ও দক্ষতার সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটিয়ে আপনারা একাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন। আমি আগামী দিনগুলোতে আপনাদের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। একই সাথে, পতাকা উত্তোলনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে এই সংগঠনের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অব্যাহত সাফল্য ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

.....